ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue - 124 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ২৮০ ● কলকাতা ● ০১ কার্তিক, ১৪৩২ ● রবিবার ● ১৯ অক্টোবর ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 87

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমাদের গুহার পাশে তেজপাতার অনেক গাছ ছিল। আমরা তার পাতা ছিঁড়ে মসলার মত ব্যবহার করতাম। একদিন আমি এরকমই এক গাছে চড়ে পাতা ছিঁড়ছিলাম, তখন দেখলাম এক বড় আকারের পক্ষিণী ও পক্ষী মিলে এক বাসা বানিয়েছিল। ঐ বাসাতে তিনটে ডিমও পেড়েছিল। ঐ পক্ষীই বাইরে যেত। ঐ পক্ষিণী বেশীরভাগ নিজের বাসাতেই থাকত। পরে ওদের বাসাই আমার আকর্ষণের কেন্দ্র হয়ে গেল। ঐ পক্ষিণীও বাইরে যেতে লাগল। কিন্তু আশেপাশে গিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত। ঐ পক্ষী সকালে যেত আর সন্ধ্যার সময়ই বাসায় ফিরত। পরে একদিন কি হল, জানি না, ঐ পক্ষী সন্ধ্যা বেলায় ফিরে এল না।

ক্রমশঃ

পাহাড়ে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়ে বিতর্ক

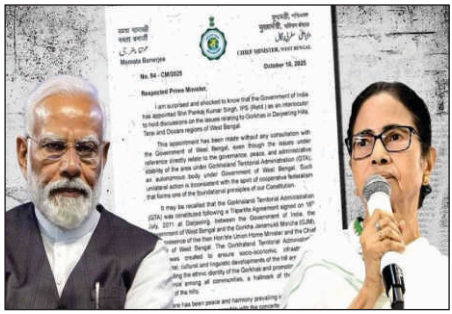

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাহাড়ে স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি তথা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ ঘিরে তুমুল বিতর্ক। পাহাড়ে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর। শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমস্ত এলাকায় গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়াগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়েছে রাজস্থান ক্যাডারের এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তাকে। তিনি একজন অভিজ্ঞ জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। সীমান্ত নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু এই নিয়োগের আগে নবান্নের সঙ্গে নয়াদিল্লির কোনও আলোচনা হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়েছেন, রাজ্যকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রের এই পদক্ষেপের কথা জানতে পেরে তিনি বিস্মিত এবং ব্যথিত।না জানিয়ে নিয়োগ করা হয়েছে অভিযোগ তুলে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মুখ্যমন্ত্রীর। প্রশ্ন তুলে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তিনি

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

কালী পুজো ও তন্ত্র সাধনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কালীপুজো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি তন্ত্রসাধনার এক অনন্য প্রতিফলন, যেখানে দেবী কালী হয়ে ওঠেন পরম শক্তির প্রতীক, আর তন্ত্র দেখায় সেই শক্তির সঙ্গে আত্মার সংযোগের পথ। জানাচ্ছেন কামাক্ষা সাধক রানা শাস্ত্রী।

কালীপুজো ও তন্ত্র—এই দুই শব্দের মধ্যে এক অদ্ভুত, গভীর ও রহস্যময় সম্পর্ক রয়েছে। কালী শুধুমাত্র এক দেবী নন; তিনি শক্তির, সময়ের, বিনাশের এবং পুনর্জন্মের প্রতীক। অপরদিকে, তন্ত্র হলো সেই আধ্যাত্মিক সাধনার পথ, যার মাধ্যমে সাধক দেবীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেন। বাংলার আকাশে যখন কার্তিক অমাবস্যার অন্ধকার নেমে আসে, তখনই জেগে ওঠে কোটি মানুষের ভক্তি, আনন্দ আর আলোয় ভরা কালীপুজোর উৎসব। কিন্তু এই পুজোর পেছনে যে গভীর তাত্ত্বিক দর্শন ও সাধনার রহস্য লুকিয়ে আছে, তা অনেকেরই অজানা। কালীপুজো কেবল ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়; এটি তন্ত্রসাধনার এক অনন্য প্রতিফলন, যেখানে দেবী কালী হয়ে ওঠেন পরম শক্তির প্রতীক, আর তন্ত্র দেখায় সেই শক্তির সঙ্গে আত্মার সংযোগের পথ।

এই নিবন্ধে আমরা কালীপুজো ও তন্ত্রের সম্পর্ক, ঐতিহ্য, দার্শনিক ব্যাখ্যা এবং আধুনিক প্রেক্ষাপটে এর তাৎপর্য বিশদে আলোচনা করব।

১. কালীপুজোর তাৎপর্য

কালীপুজো মূলত শক্তিপূজার এক অনন্য রূপ, যেখানে মা কালী রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিয়ন্ত্রক শক্তির আরাধনা করা হয়।

কালী শব্দটি এসেছে "কাল" বা "সময়" শব্দ থেকে। তিনি সময়েরও অতীত, যিনি সৃষ্টি, পালন ও সংহারের চক্র নিয়ন্ত্রণ করেন।

তিনি মা দুর্গার উগ্রতম রূপ, যিনি অসুরনাশিনী, কিন্তু একই সঙ্গে ভক্তদের পরম মমতাময়ী জননী।

কালীপুজো সাধারণত অমাবস্যা তিথিতে (বিশেষত কার্তিক মাসের অমাবস্যায়) পালন করা হয়, যা প্রতীকীভাবে অন্ধকারে আলো খোঁজার সাধনা।

কালী : সময়, মৃত্যু ও মুক্তির দেবী। 'কালী' শব্দটি এসেছে 'কাল' থেকে—যার অর্থ সময়। সময়েরও অতীত, যিনি সমস্ত সৃষ্টি ও সংহারের নিয়ন্ত্রক, তিনিই মা কালী। তাঁর গা কালো, কারণ তিনি অন্ধকারের মধ্যেও আলো, অজ্ঞানতার মধ্যেও জ্ঞানের প্রতীক। গলায় খুলের মালা, হাতে খড়্গ — এসব বাহ্যিক রূপের মধ্যে নিহিত আছে এক গভীর দার্শনিক তাৎপর্য। কালী শেখান, ধ্বংসের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি নবরূপে ফিরে আসে।

২. তন্ত্রের মূল ধারণা

তন্ত্র : আত্মজাগরণের বিজ্ঞান

তন্ত্র কোনো কুসংস্কার নয়, এটি এক প্রাচীন আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান। তন্ত্র বলে—

"এই জগৎকে ত্যাগ নয়, উপলব্ধি করাই মুক্তির পথ।"

তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে সাধক ব্রহ্ম ও শক্তির ঐক্য উপলব্ধি করতে চান। তাঁর বিশ্বাস, ব্রহ্ম যদি নিস্তব্ধ চেতনা হন, তবে শক্তি (অর্থাৎ দেবী) সেই চেতনার গতিশীল প্রকাশ। এই শক্তির সাধনাই তন্ত্রের সার।

তন্ত্র শব্দের অর্থ "ব্যবস্থা" বা "প্রণালী"। এটি এক প্রাচীন আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, যার উদ্দেশ্য হলো—

"জগৎ ও জীবনের মধ্যেই পরম সত্যকে উপলব্ধি করা।"

তন্ত্র মতে, ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন। শক্তি ছাড়া ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, তাই শক্তির উপাসনা মানেই সৃষ্টির শক্তিকে সম্মান জানানো।

৩. কালী ও তন্ত্র : সাধনার অবিচ্ছেদ্য যুগল

কালীপুজো মূলত তান্ত্রিক প্রথার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। তান্ত্রিক কালীসাধনায় রাত্রি, নীরবতা ও মনঃসংযমের বিশেষ ভূমিকা আছে। অমাবস্যার গভীর অন্ধকারে যখন বাহ্য জগৎ স্তব্ধ, তখন সাধক নিজের অন্তর্জগতে প্রবেশ করেন। মন্ত্র, যন্ত্র ও ধ্যানের মাধ্যমে তিনি দেবীকালীর সঙ্গে আত্মিক সংযোগ স্থাপন করেন।

তন্ত্রের 'পঞ্চমকার সাধনা' (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা, মৈথুন) আসলে বাহ্য অর্থে নয়, প্রতীকীভাবে মানসিক ও ইন্দ্রিয়নিয়ন্ত্রণের প্রতীক। এটি শেখায়, জীবনের সব শক্তিকে সঠিক পথে ব্যবহার করলেই চেতনা শুদ্ধ হয়, এবং তখনই দেবীকে উপলব্ধি করা যায়।

কালী উপাসনা মূলত তান্ত্রিক পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল।

তন্ত্রে কালীকে বলা হয়—

"মহাশক্তি", "মহাকালিকা", "আদ্যাশক্তি", যিনি সময় ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন।

তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য কেবল বাহ্যিক পূজা নয়, বরং অন্তর্দর্শন ও আত্মজাগরণ। সাধক বিশ্বাস করেন, মা কালী তাঁর নিজের অন্তর্গত চেতনারই প্রকাশ, যাকে উপলব্ধি করতে হলে ভয়, মোহ, লালসা ও মায়াকে জয় করতে হয়।

৪. তান্ত্রিক কালীপুজোর রীতি

তান্ত্রিক কালীপুজো সাধারণ দেবী পূজার থেকে আলাদা। এতে কিছু গোপনীয় আচার অনুসরণ করা হয়, যেমন—

রাত্রিকালীন পূজা (অমাবস্যায়)

পঞ্চমকার সাধনা — মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন (এগুলি সবসময় আক্ষরিক নয়, বহু ক্ষেত্রে প্রতীকী অর্থে ব্যবহৃত হয়)

যন্ত্র ও মন্ত্রসাধনা — কালীযন্ত্র ও কালীমন্ত্রের মাধ্যমে দেবীকে আহ্বান

ধ্যান ও কল্পনা — সাধক ধ্যানের মাধ্যমে নিজেকে দেবীর রূপে অনুভব করেন

অহং লয় সাধনা — 'আমি' বোধের বিলোপ ঘটিয়ে 'মা'-এর সঙ্গে ঐক্য লাভ

৫. দার্শনিক দৃষ্টিকোণ

তন্ত্র ও কালী উপাসনা দর্শনে বলে—

"ভয়কে জয় করো, তবেই তুমি মুক্তি পাবে।"

কালী যে ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দেন, তা আসলে মানুষের মনের অন্ধকার ও অজ্ঞানতার প্রতীক। তন্ত্র শেখায়, ভয়কে অস্বীকার নয়, বরং তাকে স্বীকার করে তার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথ খুঁজে নেওয়া।

৬. সমাজ ও সংস্কৃতিতে কালীপুজো

বাংলা সমাজে কালীপুজো একদিকে যেমন ধর্মীয় উৎসব, তেমনি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।

রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রমুখ ভক্ত কবি ও সাধক কালীভক্তির মাধুর্য ছড়িয়ে দিয়েছেন।

আজও বাংলার ঘরে ঘরে কালীপুজো মানে আলো, আনন্দ ও আধ্যাত্মিকতা।

যদিও তন্ত্র একান্ত সাধনার পথ, তার মূল শিক্ষাটি হলো — শক্তিকে শ্রদ্ধা করো, নারীকে দেবী রূপে দেখো, এবং আত্মাকে বিশুদ্ধ করো।

৭. আধুনিক প্রেক্ষাপটে কালী ও তন্ত্রের গুরুত্ব

আজকের যুগে কালী ও তন্ত্র কেবল

এরপর ৫ পাতায়

বন্যা বিপর্যস্ত এলাকায় কৃষি দপ্তরের বীজ প্রদান

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

বন্যা বিপর্যস্ত এলাকায় কৃষি দপ্তরের বীজ প্রদান করলেন কৃষি দপ্তরের কৃষি আধিকারিক। আলিপুরদুয়ার ১ নং ব্লকের শালকুমারহাট এলাকায় সব থেকে বেশি ক্ষতি হয় চাষাবাদের। কারণ,শিসামারা নদীর জলের সঙ্গে চলে আসে ডলোমাইট মিশ্রিত পলি। ঘটনার পর থেকে এলাকাবাসীর পাশে নানাভাবে দাঁড়িয়েছে প্রশাসন। এবার কৃষকদেরও সহযোগিতা করা শুরু হল। শুক্রবার এলাকায় এসে চাষিদের সঙ্গে কথা বলেন রাজ্য কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবীর হাজরা। এদিন থেকে চাষিদের নানা ফসলের বীজ দেওয়াও শুরু হয়। এদিন চার গ্রামের প্রায় ৩০০ চাষিকে ভুট্টা,সরষে,মুশুর ডালের পর্যাপ্ত পরিমাণে বীজ দেওয়া হয়। ক্ষতি হলেও আপাতত বিনামূল্যে এই বীজ পেয়েই চাষিরা কিছুটা হলেও খুশি।

কৃষি দপ্তরের রাজ্য ডেপুটি ডিরেক্টর প্রবীর হাজরার কথায়,'এদিন চাষিদের যার যা পছন্দ সেই হিসেবে শস্য বীজ দেওয়া হল। সুপারি বাগানও দেখা হয়েছে। এছাড়া চাষিদের সব সময় কৃষি দপ্তরের তরফে পরামর্শ দেওয়া হবে।' বীজ প্রদান কর্মসূচিতে আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল, শালকুমার ১ গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান শ্রীবাস রায়,ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা অজিত রায়,তৃণমূলের কিষান ও খেতমজদুর সংগঠনের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। বিধায়কের কথায়,'এর আগে তিনজন কৃষি বিজ্ঞানী মাটির নমুনা সংগ্রহ করেন। এদিন রাজ্য কৃষি আধিকারিক এসে সব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন। এমনিতে ক্ষতিগ্রস্থ চাষিদের শস্যবিমার মাধ্যমে রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। এখন শস্যবীজ দেওয়া হচ্ছে।' অসহায় চাষিরা বীজ পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে।

সমর্পণ ধ্যান সেন্টার উদ্বোধন হলো ক্যানিংয়ের হেদিয়াতে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আধ্যাত্মিক সন্ধানে সমর্পণ ধ্যান সেন্টার ও ধ্যান শিবির উদ্বোধন অনুষ্ঠান আয়োজন হয়েছিল হেদিয়ায় সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বসত বাড়িতে। পূজ্য শ্রী শিবকৃপানন্দ স্বামীর শিষ্য সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার দীর্ঘ এক বছর সমর্পণ ধ্যান সাধনার সাথে যুক্ত। মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কথামতন স্পষ্ট গুরুজীর কৃপায় তিনি হেদিয়াতে সমর্পণ কেন্দ্রে হেদিয়া নামের একটি ধ্যান সেন্টার তৈরি করেছে। আর এই সেন্টারটি উদ্বোধন ছিল ১৮ই অক্টোবর আজ বিকাল সাড়ে তিনটা থেকে সন্ধে ছটা পর্যন্ত সমগ্র অনুষ্ঠানটি চলেছে। এই এলাকার সাধারণ মানুষকে শিখিয়েছে কিভাবে সমর্পণ ধ্যান ও হিমালয় যোগ কী ভাবে করতে হয়। গুরুজির এই ধ্যান সম্পর্কে বিভিন্ন কথা তুলে ধরেন শান্তি গোপাল মাইতি , ধ্যান সেন্টারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সর্বসুখানন্দ মহারাজ মহারাজ, স্বামী নিবেদানন্দ মহারাজ , সাধক রাজা সাহা, আইনজীবী ও সাংবাদিক তপন কান্তি মন্ডল, প্রভাকর সরদার, সাধক শচিন বাবু ও গবেষক ও কবি লিটন রাকিব। সকল সাধকেরা নিজেদের আসনে বসে গুরুজীর উপস্থিতি অনুভব পেয়েছে এই ধ্যানের মাধ্যমে। হিমালয় সমর্পণ ধ্যান মানুষ করলে তারা নিজেদের মধ্যে যেটা আধ্যাত্মিক চেতনা আধ্যাত্মিক শক্তি গড়ে তুলতে পারবে, তার নির্দিষ্ট পদ দেখিয়ে গেলেন গুরুজীর অন্যান্য সাধকরা। সপ্তাহে ছ'দিন সোম থেকে শনি এই ধ্যান সেন্টারে সবাই ধ্যান করতে পারবেন সকাল-ও সন্ধে বেলায়।

আশাকর্মী-অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে ১০ হাজার টাকা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যের প্রত্যেক আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ১০ হাজার টাকা করে দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা ভীষণ ভাল কাজ করেন। তাঁদের জন্য প্রচুর মানুষ উপকৃত হন। তাই পুরস্কার স্বরূপ আর তাঁরা যাতে আরও ভাল, সুষ্ঠভাবে কাজ করতে পারেন, সেজন্য স্মার্ট ফোন কিনতে আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়ি প্রত্যেক কর্মীর অ্যাকাউন্টে ১০ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ, সিভিল সার্ভিস, দমকল কর্মী থেকে শুরু করে যাঁরা ভাল করেছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে কাজ করেছেন, তাঁদেরও এখান থেকে পুরস্কৃত করা হয়। দার্জিলিং , কালিম্পং এবং মিরিকে মুখ্যমন্ত্রী নিজে গিয়ে পুরস্কৃত করে এসেছেন। বাকি জেলাগুলির ক্ষেত্রে এই মঞ্চ থেকে পুরস্কার দেওয়া হয়। যাঁরা এই মঞ্চ থেকে পুরস্কৃত হলেন, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়র অজিত রায় ৮ জন রাজীব কুণ্ডু, ফুলবাড়ি ফায়ার স্টেশনের স্টেশন অফিসার বঙ্কিম মণ্ডল, ফরেস্ট গার্ড, ফুলিয়া ওয়াইল্ড লাইফ স্কোয়াড রাজু টোপ্পো, স্টেশন ম্যানেজার, WBSEDCL, নাগরাকাটা (West Bengal State Electricity Distribution Company Limited) চিকিৎসক মোল্লা ইরফান হাসান, ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক, নাগরাকাটা কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, মালদহ, মুর্শিদাবাদ যেখানে ভাঙন হয়েছে, রাজ্য সরকার থেকে সমস্ত সাহায্য করা হবে বলে আশ্বাস দিলেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ।আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। রাজ্যে ১লক্ষ ৫ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী রয়েছেন। ৭২ হাজার আশাকর্মী রয়েছেন। তাঁদের জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতর, নারী ও শিশু বিকাশ, সমাজ কল্যাণ দফতরের তরফ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সম্পাদকীয়

গুজরাতের ৪০০ বছর পুরনো মসজিদের একাংশ, মিলল সুপ্রিম সায়

মসজিদের একাংশ ভেঙে রাস্তা বাড়ানোয় এবার সুপ্রিম অনুমোদন। গুজরাতের আমদাবাদে অবস্থিত, ৪০০ বছর পুরনো মানসা মসজিদের একাংশ ভেঙে রাস্তা চওড়া করা হবে। গুজরাত হাইকোর্ট আগেই অনুমতি দিয়েছিল। শুক্রবার হাইকোর্টের সেই রায়ই বজায় রাখল সুপ্রিম কোর্ট। পুরসভা জনস্বার্থেই রাস্তা চওড়া করছে বলে জানাল শীর্ষ আদালত।তবে ৪০০ বছর পুরনো ওই মসজিদটি ওয়াকফ সম্পত্তি কি না, ওয়াকফ বোর্ডের ক্ষতিপূরণ প্রাপ্য কি না, তা নিয়ে কিকোনও রায় দেয়নি আদালত। বরং আদালত জানিয়েছে, ওই মসজিদ ওয়াকফ সম্পত্তি বলে যদি প্রমাণ কার যায়, সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ মিলবে। এর আগে, গত ৩ অক্টোবর গুজরাত হাইকোর্টও মসজিদের একাংশ ভেঙে ফেলায় অনুমতি দেয়।।গুজরাতের আমদাবাদের সরসপুরে অবস্থিত মানসা মসজিদ। সবরমতী রেল স্টেশনের কাছে রাস্তা চওড়া করতে মসজিদের একাংশ ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুরসভা জানায়, মসজিদের কিছুটা খালি জায়গা ভাঙতে হবে। মূল নির্মাণে হাত দেওয়া হবে না। সেই নিয়ে আইনি লড়াই শুরু হলে গুজরাত হাইকোর্ট তাতে অনুমতি দেয়। (Supreme Court) কিন্তু সেই মামলা পরবর্তীতে সর্বোচ্চ আদালতে এসে পৌঁছয়। শুক্রবার বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচির বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি চলাকালীন মানসা মসজিদ ট্রাস্টের আইনজীবী জানান, নমাজ পাঠের হল ভাঙার বিরোধিতা করেন। কিন্তু আমদাবাদ পুরসভার আইনজীবী আস্থা মেহতা জানান, মসজিদের খালি জায়গা এবং একটি প্ল্যাটফর্মের কিছু জায়গাই ভাঙতে হচ্ছে।আমদাবাদ পুরসভার আইনজীবী আরও জানান, রাস্তা তৈরির জন্য একটি মন্দিরও ভাঙা হয়েছে। জনস্বার্থে বাসিন্দারা স্বেচ্ছায় জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। এতে বিচারপতিরা বলেন, 'হাইকোর্টের রায়ে হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন দেখছি না আমরা। বিশেষ করে রাস্তা চওড়া করতে যেখানে মন্দির, বাণিজিক সম্পত্তি এবং বসত বাড়িকেও ভাঙার তালিকায় রাখা হয়েছে।'

মানসা মসজিদ ট্রাস্টের আইনজীবী ওয়ারিশা ফরাসত জানান, মসজিদের ক্ষতি হবে না বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা সঠিক নয়। ট্রাস্টকে বিষয়টি জানানো হয়নি বলেও অভিযোগ ওঠে। মসজিদটি একটি ঐতিহাসিক নির্মাণ, সেটি ভাঙলে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আবেগকে আঘাত করা হবে বলেও জানান ওয়ারিশা। আমদাবাদ প্রশাসন জানায়, ট্রাস্টকে জানানো হয়েছিল। তাদের এক প্রতিনিধি পুরসভায় হাজিরাও দিয়েছেন।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে শিব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(নবম পর্ব)

পরিজন দের কাছে বোঝা। বেকার দের সঙ্গে কেউ কথা বলেনা উৎসাহ দেয় না। বেকারত্ব হল সমাজের অভিশাপ। আর এই অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে শিবের সরনাপন্ন হওয়া একটা পথ। কারন দেবাদিদেব মহাদেব অল্প তে সন্তুষ্ট হন। তাই মহাদেবের নাম জপ করুন বেকারত্বের অভিশাপ থেকে রক্ষা পেতে পারেন। মহাদেবের বিভিন্ন নাম রয়েছে এই বিশেষ নামগুলির স্থানভেদে বিভিন্ন মাহাত্ম্য রয়েছে,এই নামগুলি জপ করার ফলে অনেক সাফল্য

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কল্যাণের চ্যালেঞ্জের পরই শ্রীরামপুরে সুকান্ত, ফিরতে পারবেন তো?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

"ওই দু'চারটে সুকান্ত...হাওয়া দিয়ে উড়ে যাবে। আয় না একবার বক্তৃতা দিতে এখানে, তারপর তুই ঘরে ফিরিস কীভাবে দেখব।" একদিনই কার্যত এ ভাষাতেই হুঁশিয়ারির সুর শোনা গিয়েছিল তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের অন্ত নেই। সুর চড়াচ্ছেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা আর না হলে আমি ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করে কী করব!" অন্যদিকে বৈদবাটি পৌঁছাতেই সুকান্ত ঘিরে দলের কর্মী-সমর্থকদেক ব্যাপক উচ্ছ্বাসের ছবিও দেখা গেল। রীতিমতো ফুল ছড়িয়ে অভ্যর্থনা জানাতে দেখা গেল। সোজা চলে যান কর্মী সভার হলে। সেখানেও উঠতে থাকে স্লোগান। এখান দেখার সেখান থেকে কী বার্তা দেন সুকান্ত।এবার পাল্টা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কল্যাণের ডেরায় যাচ্ছেন সুকান্ত। বাইক র‍্যালি করে চললেন বৈদ্যবাটির পথে। সেখানে রয়েছে দলের বিজয়া সম্মেলনীর অনুষ্ঠান। হবে সভা।

সুকান্তর সঙ্গে দেখা গেল বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার প্রচুর কর্মী-সমর্থককে। নিজেই বাইক চালালেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি। যদিও কল্যাণ বলছেন, "ও বলেছিল এসআইআর নিয়ে যাঁরা কিছু করবে তাঁদের সিআরপিএফ দিয়ে গুলি করে মারবে। আমি বলেছিলাম যদি ও গুলি করে মারতে পারে, যদি ওর হিম্মত থাকে তাহলে শ্রীরামপুরে এসে গুলি করে মারুক। তারপরে দেখব ও কী করে ফিরে যায়। ও তাহলে আজকে সিআইএসএফ আর সিআরপিএফ নিয়ে গুলি করে মেরে দেখিয়ে দিক। আমি আবার বলছি ও এটা করে দেখাতে পারলে ওকে শ্রীরামপুর থেকে বের হতে দেব না। আবার চ্যালেঞ্জ দিলাম।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

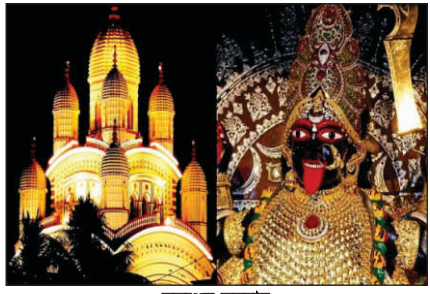

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দ্বিতীয় কালীরূপ সুকুমার সেন খুঁজে পাচ্ছেন যখন ইনি নিছক আবরণ থেকে পূর্ণাঙ্গ রূপ ধারণ করছেন, যখন মহাদেবীর ললাট থেকে কালী বেরিয়ে আসেনঃ "শুম্ভনিশুম্ভের সেনাপতিদ্বয় চণ্ড ও মুণ্ড যখন দেবীর বাহিনীকে হারিয়ে দিচ্ছিল

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(২ পাতার পর)

কালী পুজো ও তন্ত্র সাধনা

ধর্মীয় আচার নয়, বরং মানবচেতনার প্রতীক।

কালী শেখান আত্মবিশ্বাস ও নির্ভীকতা, তন্ত্র শেখায় নিজেকে চিনে নেওয়ার বিজ্ঞান।

এই দুইয়ের মিলনে মানুষ খুঁজে পায় আত্মশক্তি, স্থিতি ও মুক্তির রাস্তা।

সুতরাং, কালীপুজো ও তন্ত্র—এই দুইয়ের মধ্যে সম্পর্ক হলো অন্ধকার থেকে আলোর দিকে যাত্রা। কালীপুজো ও তন্ত্রের মিলিত দর্শন আমাদের শেখায়, ধ্বংসের মধ্যেই নতুন সৃষ্টির বীজ লুকিয়ে থাকে। মা কালী হলেন সেই শক্তি, যিনি আমাদের অন্তরের অন্ধকারকে আলোকিত করেন। তন্ত্রের পথ কঠিন হলেও এর মূল শিক্ষা অত্যন্ত গভীর—

"ভয় নয়, ভক্তিই মুক্তির পথ। শক্তিই ব্রহ্ম, কালীই পরম।"

কার্তিক অমাবস্যার এই পুজো তাই শুধু দেবীর আরাধনা নয়, বরং নিজের অন্তর্গত শক্তির জাগরণেরও উৎসব।

এটি সাধকের মানসিক, আত্মিক ও নৈতিক শুদ্ধতার দাবি করে। কিন্তু যিনি সত্যিকারের ভক্তি ও আত্মসমর্পণ নিয়ে কালীসাধনা করেন, তাঁর জীবনে অজ্ঞানতা ও ভয়ের অবসান ঘটে, এবং তিনি উপলব্ধি করেন সেই চিরন্তন সত্য —"শক্তিই ব্রহ্ম, কালীই পরম।"

কিছু প্রশ্ন:

১) তন্ত্র ক্রিয়া কি শুধু কারোর ভালোর জন্যই করা হয়?

সব সময় নয়। তন্ত্র ক্রিয়ার মাধ্যমে বহু মানুষ এর ক্ষতির কাজও হয়। যেমন; মারণ বান মারা, বিচ্ছেদন ক্রিয়া, কারোর মধ্যে প্রেত চালনা করা, কোনো খারাপ উদ্যেশ্য সাধনের জন্য কাউকে বশীকরণ করা ইত্যাদি।

২) এই যে বলা হয়, ভগবান কারোর ক্ষতি করেন না। তাহলে কালী মায়ের সাধনা করে মানুষের ক্ষতি কীভাবে সম্ভব?

মা কালীর আরাধনা করে কখনও তন্ত্রের মাধ্যমে কারোর ক্ষতি হয় না। এটা মানুষের ভুল ধারণা যে মা কালীর উপাসনা করে তন্ত্র ক্রিয়ার মাধ্যমে ক্ষতি করা হয়। মা জগতের মা। তিনি অন্ধকার থেকে মানুষকে আলো বা মুক্তির পথ দেখান, মুক্তির সন্ধান দেন। তিনি কোনোভাবেই তার কোনো সন্তানের ক্ষতি করতে পারেন না। এই দীপান্বিতা অমাবস্যায় মায়ের সঙ্গে ডাকিনী, যোগিনী, ভূত - প্রেত আসেন। সাধারণত, কালী পুজো করার আগে তাদের পুজো করে সন্তুষ্ট করা হয়। বছরের সব অমাবস্যার পুজোতেই আগে এনাদের সন্তুষ্ট করা হয়। তারপর মা কালীর উপাসনা হয়।

এখন যারা (অবশ্যই সবাই নন); তন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের ক্ষতি করছেন তারা এই ডাকিনী যোগিনী ভূত-প্রেত এনাদের মাধ্যমে ক্রিয়া করে মানুষের ক্ষতির কাজ করেন। মা কালী কোনোভাবেই এই খারাপ কাজের সঙ্গে জড়িত নন।

(৩) আমরা জানি, মানুষের ক্ষতি করলে নিজেরও ক্ষতি হয়। যে সাধকরা মানুষের ক্ষতি করছেন তাদের কি ভালো হচ্ছে?

একদমই নয়। অন্যের ক্ষতি করলে নিজের সর্বনাশ আবশ্যক। তবে তন্ত্র ক্রিয়া তো ২ টি মাধ্যমেই হয়। তাই যারা ক্ষতির কাজ করেন তারা করেন। তবে এর ফল সাধককেও ভোগ করতে হয়।

(৪) যে কোনো সাধক কি তন্ত্র ক্রিয়া করতে পারেন?

না। ভালো গুরুর কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে তন্ত্র সাধনা শিখতে হয়। তার সঠিক অর্থ বুঝে চর্চা করতে হয়। তবেই সেই সাধনা করা যায়। যে উপায়ের জন্যই তন্ত্র সাধনা করা হোক না কেন সাধনায় তুষ্ট না হলে কাজ সম্পূর্ণ ও সফল হয় না।

(৫) যার ওপর তন্ত্র ক্রিয়া করে খারাপ করা হচ্ছে সে তো প্রথমে বুঝতে পারছে না। এর প্রতিকার কী?

এখন ঘোর কলি যুগ। রাক্ষসের যুগ। এই যুগে মানুষের মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, লোভ, লালসা, হিংসা, একে অপরের ক্ষতি, অন্যের সুখে অশান্তি, অন্যের ক্ষতির চিন্তা, অন্যের জিনিস হাতিয়ে নেওয়া --- এই মনোভাব থাকবেই।

বহু মানুষের জীবনে আচমকা এমন অনেক ঘটনা ঘটে যার ধারনা করা তো দূর; ঘটনা ঘটার বহু বছর পরেও তা বিশ্বাসযোগ্য হয় না। কিন্তু ততক্ষণে যা ক্ষতি হওয়ার তো হয়েই গেছে। যার কারণও সাধারণ মানুষ খুঁজে পান না।

অনেকে অসুস্থ হয়ে ডাক্তারের কাছে যান। বহু টাকা খরচ করেন। কিন্তু চিকিৎসায় কোনো ফল পাওয়া যায় না।

আমার কাছে এমন অনেক মানুষ ঘটি-বাটি বিক্রি করেও চিকিৎসায় ফল না পেয়ে এসেছেন। জানতে পেরেছেন সমস্যার আসল কারণ। তারপর আমি তাদের কাজ করেছি। মানুষ উপকার পেয়েছেন।

একটি ঘটনা বলি: আমার কাছে একটি মেয়েকে নিয়ে আসা হয়েছিল। যার নিজের কাকিমা সম্পত্তির লোভে নিজের স্বামীকে মেরে ফেলেছে, মেয়েটির মা-বাবাকে মেরে ফেলেছে। মেয়েটির মধ্যে প্রেত চালান করা হয়েছিল। ঠিক মাঝ রাত হলেই মেয়েটি অদ্ভুত রকম সাজগোজ শুরু করত। বহু ডাক্তারের কাছে গিয়েও সুফল মেলেনি। আমার কাছে মেয়েটি আসার পর বুঝতে পারি আসলে তার কী সমস্যা। এই ধরনের কাজ করলে শরীরে এক ধরনের গাছ জন্মায়। সেটা তুলতে হয়। এই কাজ যিনি করেন, আমি তার কাছে মেয়েটিকে পাঠাই। তারপর তন্ত্রের মাধ্যমে মেয়েটিকে সুস্থ করি। এখন সে একদম সুস্থ, খুব ভালো আছে।

(৬) এই যে মেয়েটি সুস্থ হল বা যারা সুস্থ হয়ে যান; তাদের ওপর যে পুনরায় কোনো খারাপ ক্রিয়া করা হবে না তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর থেকে বাঁচার উপায় কী?

যে খারাপ চেয়ে সফল হতে পারবে না সে আবার চেষ্টা খারাপ করার চেষ্টা করতেই পারে। এক্ষেত্রে মা বগলামুখী রক্ষা কবচ ধারণ করানো হয়। যাতে সহজে কেউ তার আর কোনো ক্ষতি করতে না পারে। দেবী দুর্গার অষ্টম আবতার মা বগলামুখী। একমাত্র এই মা পারেন যে কোনো মানুষকে যে কোনো খারাপ পরিস্থিতিতে রক্ষা করতে।

(৭) একজন সাধারণ মানুষ যিনি তন্ত্র বিষয়ে কিছুই জানেন না। তার সঙ্গেও তো যে কোনো সময় খারাপ ঘটনা ঘটতে পারে। তাহলে কী ভরসায় মানুষ বাঁচবে? কে কখন কার ক্ষতি চাইছে সেটা তো বোঝা সম্ভব নয়।

একদমই তাই। কোনো মানুষ যে কোনো জায়গায় যখন একটু উন্নতির দিকে যায় তখনই তার জীবনে শত্রুর আগমন হতে পারে। আর মনে রাখবেন, নিজের লোক ছাড়া বাইরের লোক কখনও ক্ষতি করে না। এই জন্য আমরা বলি, মানুষের নিজেদের রক্ষার স্বার্থে, ভালোর জন্য মা বগলামুখী রক্ষা কবচ ধারণ করে রাখতে। এতে যে কোনো পরিস্থিতিতে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। কিন্তু সবাই তো আর বিশ্বাস করেন না। কাউকে জোর করা যায় না এই বিষয়ে।

(৮) তাহলে তন্ত্রের মাধ্যমে কারোর খারাপ হয়ে থাকলে সেখান থেকে তন্ত্রই আবার মুক্তির পথ দেখাতে পারে?

হ্যাঁ পারে। তবে, যিনি সঠিক তন্ত্র বিদ্যা আয়ত্ব করেছেন একমাত্র তারাই পারবেন। সব বিষয়েই খারাপ - ভালো আছে। অনেকে প্রচুর টাকা খরচ করেও কোনোভাবেই বাঁচতে পারেন না। কারণ যিনি কাজ করছেন তিনি হয়তো বলছেন যে খারাপ সরিয়ে ভালো করতে পারবেন। কিন্তু যেহেতু তার সঠিক বিদ্যা নেই তাই তিনি পারছেন না ভালো করতে। এখানে একটা ব্যবসা বা প্রতারণার ফাঁদ চলে আসে।

(৯) যদি তন্ত্রের এত ক্ষমতা তাহলে কি চিকিৎসা বিজ্ঞানও সেই অর্থে পিছিয়ে?

এই বিষয়টি বিতর্কিত। তবে বিজ্ঞান গবেষণা করে। প্রমাণ করে। কিন্তু পৃথিবীর সৃষ্টি বা এই যে অম্বুবাচীর সময় মা কামাখ্যায় যে ঘটনা আজ অব্দি ঘটে আসছে; বিজ্ঞান কি পেরেছে এর সঠিক কারণ আবিষ্কার করতে? পারে নি। তাই আধ্যাত্মিকতা কে বাদ দিয়ে বিজ্ঞান একা চলতে পারে না।

(১০) শুধু কি অমাবস্যায় তন্ত্র ক্রিয়া করা যায়?

যদি কেউ কারোর ক্ষতি করার জন্য তন্ত্র ক্রিয়া করছেন তাহলে তাকে অমাবস্যার রাতে গভীর অন্ধকারে ক্রিয়া করতে হবে। কিন্তু যদি কেউ ভালোর জন্য, সৎ উদ্দেশে তন্ত্রের মাধ্যমে কোনো কাজ করতে চাইছেন; তাহলে যে কোনোদিন, যে কোনো সময় ভালো তিথি ও সময় দেখে তন্ত্রের কাজ করা যায়।

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu sarda
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

দার্জিলিঙে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি এঁকেছিলেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দার্জিলিঙে গিয়ে যেখানে বসে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি এঁকেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী, সেই বাড়ি এখন পুড়ে ছাই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, একাধারে একাধিক প্রতিভার অধিকারী। ছবি আঁকতে জানেন, গান বাঁধতে জানেন, কবিতা লিখতে জানেন, সুর বাঁধতেও জানেন। প্রশাসনিক কাজে যখনই যেখানে যান, কাজের পর নিজস্ব সময় কাটান তিনি।সম্প্রতি লাগাতার বৃষ্টিতে দার্জিলিঙের বহু বাড়ি, রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। খবর পেয়েই উত্তরবঙ্গ সফরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে তিনি কলকাতায় ফিরেও আসেন। কিন্তু ফেরার দিন তিনেক পরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে আবারও তিনি উত্তরবঙ্গ সফরে যান। তখন তিনি উঠেছিলেন দার্জিলিঙে লালকুঠিতে। সেখানেই তিনি প্রশাসনিক বৈঠক করেন। সেই বৈঠকের আগে লালকুঠির রাস্তায় হাঁটেন। কুমারের বাড়িতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার একটি ছবি আঁকেন। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যে থাকা এক শিশুর হাতে টেডিবিয়ারও তুলে দেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সফরে গিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। কিন্তু যে বাড়িতে বসে তিনি কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি এঁকেছিলেন সেই বাড়ি এখন পুড়ে ছাই।কখনও ছবি আঁকেন, কখনও গান বাঁধেন। দুর্গা পুজোর পরেই উত্তরবঙ্গ ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক তাণ্ডব শুরু হয়েছিল। ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তরবঙ্গের একাধিক জায়গায় ধস নেমেছিল। যাতে মারা গিয়েছেন প্রায় ২৮ জনের বেশি মানুষ। পুজোর কাজ মিটতেই পরিস্থিতি পরিদর্শন উত্তরবঙ্গে পাড়ি দেন মমতা। পরিস্থিতির পুনর্বিবেচনা করেন। নিহতদের পরিবার প্রতি ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেন। তবে এখন উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক তাণ্ডব শেষ হয়েছে। কলকাতায় ফিরেও এসেছেন তিনি। গত বুধবার উত্তরবঙ্গে দ্বিতীয় সফরে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে গিয়ে প্রশাসনিক কাজের শেষে অবসরে লালকুঠিতে কুমার ছেত্রী নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার ছবি আঁকেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই বাড়িই এখন আগুনে পুড়ে ছাই। হ্যাঁ, শনিবার (১৮ অক্টোবর) লালকুঠির বাসিন্দা কুমার ছেত্রীর বাড়িতে আগুন লেগেছে। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পুলিশ এবং দমকম পৌঁছয়। দু'ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হলেও তত ক্ষণে ঘরের সমস্ত আসবাব পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে কোনও হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু কীভাবে আগুন লাগল, তা জানা যায়নি এখনও।

(১ম পাতার পর)

পাহাড়ে কেন্দ্রের মধ্যস্থতাকারী নিয়ে বিতর্ক

লিখেছেন, 'পাহাড়ে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে পঙ্কজকুমার সিংহকে নিয়োগ কেন্দ্রের'। সাংবিধানিক নীতির সঙ্গে এটা সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, উল্লেখ চিঠিতে। 'GTA স্বশাসিত সংস্থা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করেই কীভাবে নিয়োগ?' প্রাক্তন আমলা পঙ্কজকুমার সিংহের নিয়োগে ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। জিটিএ-র আওতায় থাকা দার্জিলিং পাহাড়, তরাই ও ডুয়ার্স এলাকার আইনশৃঙ্খলা, শান্তি বজায় রাখা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব। সেখানকার স্থায়ী সমাধানও ত্রিপাক্ষিক বিষয়। তাই রাজ্য প্রশাসনকে না জানিয়ে সেখানে কেন একজন মধ্যস্থতাকারী বা ইন্টারলোকুটার নিয়োগ করা হল? GTA চুক্তির কথা মনে করিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে পত্রাঘাত মুখ্যমন্ত্রীর।দেশের প্রাক্তন উপ জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা তথা অবসরপ্রাপ্ত আইপিএস অফিসার পঙ্কজ কুমার সিংহকে দার্জিলিং ও তরাই-ডুয়ার্সের ইন্টারলোকুটর বা মধ্যস্থতাকারীর (সমন্বয় রক্ষাকারী) দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এই সমস্ত এলাকায় গোর্খাদের দীর্ঘদিনের দাবিদাওয়াগুলি নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে নিয়োগ করা হয়েছে রাজস্থান ক্যাডারের এই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্তাকে। তিনি একজন অভিজ্ঞ জাতীয় নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ। সীমান্ত নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক বিষয়ে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। কিন্তু এই নিয়োগের আগে নবান্নের সঙ্গে নয়াদিল্লির কোনও আলোচনা হয়নি বলে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন।

সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বনগাঁ: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ। অবশেষে গ্রেপ্তার তরুণী। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর গোপালনগরে। ধৃতের নাম রিঙ্কু মজুমদার।এরপরই গোপালনগর থানার ওই তরুণীর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করানো হয়। পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে ওই অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। আজ, শনিবার সকালে অভিযুক্ত রিঙ্কু মজুমদারকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই তরুণী আরও অনেকের সঙ্গে চাকরি দেওয়ার নামে কি আর্থিক প্রতারণা করেছেন? কোনও চক্রের সঙ্গে কি ওই তরুণী যুক্ত? আর কারা আছে তাঁর সঙ্গে? এখনও অবধি কত টাকা এভাবে আত্মসাৎ করেছেন তিনি? সেসব বিষয় খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ধৃতকে এদিন বনগাঁ আদালতে তোলা হয়েছিল। বিচারক ধৃতকে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। ঘটনা জানাজানিতে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপালনগর এলাকার বাসিন্দা আসাদ আলি মণ্ডলের ছেলে চাকরি খুঁজছেন বেশ কয়েক মাস ধরে।ওই যুবকের সঙ্গে ওই এলাকারই বাসিন্দা তরুণী রিঙ্কু মজুমদারের আলাপ হয়। টাকা দিলে সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়া সম্ভব, সেই কথা বলেছিলেন ওই তরুণী! সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ওই যুবকের থেকে মোট ১২ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। চাকরি পাইয়ে দেওয়া তো দূর, ওই যুবকের সঙ্গে তরুণী আর কোনওরকম যোগাযোগও রাখছিলেন না! টাকা ফেরতও দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। প্রতারিত হয়েছেন তিনি, সেই বিষয়টি বুঝতে পারেন যুবক।

সিনেমার খবর

ঐশ্বরিয়ার জন্য 'দেবদাস' থেকে বাদ পড়েছিলেন সালমান খান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের অন্যতম আলোচিত ও চর্চিত জুটি ছিলেন সালমান খান ও ঐশ্বরিয়া রাই। এ দু'জনার প্রেমকাহিনী সিনেমার গল্পকেও হার মানিয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। কথিত আছে, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের কারণেই সালমান এখনও 'ব্যাচেলর'। আর বিয়ে করবেন নাও বলে জানিয়েছেন সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে।

যদিও ঐশ্বরিয়া প্রায় দেড় দশকেরও বেশি সময় আগেই অভিষেক বচ্চনের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েছেন। কিন্তু সালমান এখনও একা। এখনও এই জুটির প্রেম কাহিনি অনেকের চর্চায় রয়েছে। সম্প্রতি বলিউডের সংগীত পরিচালক ইসমাইল দরবার আবারও তাদের প্রেম কাহিনি সামনে এনেছেন। বলেছেন, সঞ্জয়লীলা বানশালির 'দেবদাস' সিনেমায় শাহরুখ নয়, সালমানই ছিলেন কাস্টিং। কিন্তু ঐশ্বরিয়ার কারণেই সালমানকে বাদ দিতে বাধ্য হন বানশালি।

ভারতীয় গণমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে সালমান খান ও ঐশ্বর্য রাইয়ের ঝগড়া এবং সঞ্জয় লীলা বনসালির সঙ্গে নিজের মতবিরোধ নিয়ে কথা বলেছেন এই সংগীত পরিচালক। ইসমাইল মূলত বানশালির সঙ্গে তার বিরোধের কথা বলতে গিয়েই সালমান ও ঐশ্বরিয়ার প্রসঙ্গ টেনে এনেছেন আলোচনায়। 'হাম দিল দে চুকে সনম'সহ অনেক সিনেমায় বানশালির সঙ্গে কাজ করেছেন ইসমাইল। কিন্তু নেটফ্লিক্সের সিরিজ 'হীরামান্দি' চলাকালিন, তাদের পেশাদার সম্পর্কের মধ্যে ফাটল দেখা দেয়। এরপর বানশালির সঙ্গে আর কাজ করেননি ইসমাইল।

তিনি জানান, 'দেবদাস' সিনেমায় শাহরুখ নন, বনশালির প্রথম পছন্দ ছিলেন সালমান খান। কিন্তু ঐশ্বরিয়াকে পার্বতীর চরিত্রে কাস্ট করায় সালমানকে বাদ দিতে বাধ্য হন পরিচালক। এর জেরেই মূলত বানশালির সঙ্গে সালমানের বিরোধ তৈরি হয়। সেই বিরোধ আজও মেটেনি। একই কারণে বানশালি সিনেমায় আরও কোনোদিন কাজও করেননি বলিউড ভাইজান। ঐশ্বরিয়ার প্রাক্তন প্রেমিক হওয়ার জন্যই কী সালমানকে বাদ দিয়েছিলেন বানশালি?

ইসমাইল এমন প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'তাদের ঝগড়ার খবর গণমাধ্যমে নিয়মিত শিরোনাম ছিল তখন। আমাদেরও খুব খারাপ লাগছিল। তাদের সম্পর্ক এতটাই ঘনিষ্ট ছিল যে, নিজেদের মধ্যে লড়াই করা উচিত ছিল না। কিন্তু এখন এসব বিষয় পুরোনো হয়ে গেছে। সালমান বুদ্ধিমান, তাই তিনি কখনো এসব নিয়ে কথা বলেন না'।

এটা ঠিক যে, ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের পর সালমান অনেকটা এলোমেলো ছিলেন। প্রেমিকাকে নিয়েই শাহরুখের সঙ্গে তৈরি হয়েছিল বিরোধ। দীর্ঘ বছর পর সেটা অবশ্য এখন মিটে গেছে। শাহরুখের সিনেমায় ক্যামিও হয়ে ধরা দিয়েছেন সালমান। শাহরুখও দেখা দিয়েছেন সালমানের সিনেমায়।

যশের জন্মদিনে দাম্পত্যজীবনের অজানা কথা সামনে আনলেন নুসরাত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টালিউড অভিনেত্রী নুসরাত জাহান ও অভিনেতা যশ দাশগুপ্ত দুজনেই পেশায় অভিনেতা। তবে তাদের জীবনটাও সিনেমার থেকে কোনো অংশে কম নয়। একসময় নুসরাত তার বিয়ে বা মাতৃত্ব নিয়ে প্রায়ই শিরোনামে থাকতেন।ছেলে ঈশানের জন্মের পর খানিক থিতু হয় সেই জল্পনা। এবার যশের জন্মদিনে নিজের দাম্পত্যজীবনের অজানা কথা প্রকাশ্যে আনলেন অভিনেত্রী।

আবার দেখা গেছে, একটা সময় নিয়মিত একসঙ্গে সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করে নিতেন যশ ও নুসরাত। মাঝে সেই ধারায় খানিক ছেদ পড়ে। আর তাতেই সামাজিক মাধ্যমে শুরু হয় গুঞ্জন। নায়িকার নিন্দুকেরা বলতে শুরু করেন— চিড় ধরেছে তাদের সম্পর্কে। তবে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নিজেদের সুখী দাম্পত্যের কথা সামাজিক মাধ্যমে জানালেন নুসরাত। যশের জন্মদিনে তাকে নিজের 'মাথাব্যথা'র কারণ বলেও উল্লেখ করেন অভিনেত্রী।

এদিন সামাজিক মাধ্যমে নুসরাত লিখেছেন— সারা পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করেছি। আবার একে অপরের সঙ্গেও লড়েছি। একে অপরের কথায় হেসেছি, আবার একে অন্যকে দুঃখও দিয়েছি। ঝগড়া-অশান্তি করতে রীতিমতো সিদ্ধহস্ত আমরা। তুমি আমার মাথাব্যথার কারণ। তাও তোমার জন্মদিনে এক পৃথিবী শুভেচ্ছা ও সাফল্য কামনা করি।

এ শুভেচ্ছাবার্তার সঙ্গে নিজেদের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে নিয়েছেন অভিনেত্রী। যার মধ্যে একটি ছবিতে ছেলে ঈশানের জন্মের পরের মুহূর্তও ক্যামেরাবন্দি হয়েছে।

বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন অভিনেত্রী তৃষা, পাত্র কে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেত্রী তৃষা কৃষ্ণান শিগগিরই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে যাচ্ছেন। পর্দায় রোমান্সের পর এবার বাস্তব জীবনের নতুন অধ্যায়ে পা রাখতে চলেছেন তিনি। ৪২ বছর বয়সী এই অভিনেত্রী বরাবরই ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে চুপচাপ থেকেছেন, যদিও অতীতে তার নাম জড়িয়েছিল অভিনেতা থালাপতি বিজয় ও ব্যবসায়ী বরুণ মানিয়ানের সঙ্গে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম দ্য সিয়াসাত ডেইলি-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তৃষার পরিবারের পক্ষ থেকে সম্প্রতি একটি নতুন সম্পর্কের প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে। পাত্র চণ্ডীগড়ের একজন ব্যবসায়ী, যিনি মূলত অস্ট্রেলিয়ায় নিজের ব্যবসা শুরু করে পরে ভারতে সেটি সম্প্রসারিত করেছেন। জানা গেছে, দুই পরিবারের মধ্যে বহুদিনের পরিচয় রয়েছে।

তবে এখন পর্যন্ত তৃষা বা তার পরিবার কেউই বিষয়টি নিয়ে আনুষ্ঠানিক মন্তব্য করেননি। বিয়ের তারিখ বা আনুষ্ঠানিক ঘোষণাও প্রকাশ করা হয়নি।

এর আগে বিয়ে প্রসঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে তৃষা বলেছিলেন, তিনি বিয়ের ব্যাপারে উন্মুক্ত মনোভাব পোষণ করেন এবং 'সঠিক মানুষটিকে' পেলেই বিয়ে করবেন।

২০১৫ সালে তৃষা কৃষ্ণান বাগদান করেছিলেন উদ্যোক্তা বরুণ মানিয়ানের সঙ্গে। তবে অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেই সম্পর্ক ভেঙে যায়। সে সময় শোনা যায়, বিয়ের পরও অভিনয় চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছার কারণেই তাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি হয়েছিল।

তৃষার নাম একসময় দক্ষিণী তারকা থালাপতি বিজয়ের সঙ্গেও ব্যাপকভাবে জড়ায়। দুজন একসঙ্গে অভিনয় করেছেন একাধিক সুপারহিট সিনেমায়—'ঘিলি' (২০০৪), 'তিরুপাচি' (২০০৫), 'আথি' (২০০৬) এবং 'কুরুভি' (২০০৮)। দীর্ঘ বিরতির পর তারা আবার জুটি বাঁধেন ২০২৩ সালের ব্লকবাস্টার 'লিও' চলচ্চিত্রে।

তৃষাকে সর্বশেষ দেখা গেছে গত বছর মুক্তিপ্রাপ্ত বিজয় অভিনীত দ্য গ্রেটেস্ট অব অল টাইম সিনেমার একটি গানে। এবার সিনেমার বাইরে, বাস্তব জীবনেও তিনি নতুন এক অধ্যায়ে প্রবেশের প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

পাকিস্তানের হামলায় ৩ ক্রিকেটার নিহত, ত্রিদেশীয় সিরিজ বর্জন আফগানিস্তানের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাকিস্তানের হামলায় নিজেদের একাধিক স্থানীয় ক্রিকেটারের মৃত্যুর ঘটনায় পাক ক্রিকেট দলের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফগানিস্তান। আগামী মাসে পাকিস্তান-আফগানিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে এই টি-টোয়েন্টি সিরিজ মাঠে গড়ানোর কথা ছিল। ১৭ থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত রাওয়ালপিন্ডি এবং লাহোরে ম্যাচগুলো হতো।

শুক্রবার সামাজিক মাধ্যম এক্সে ত্রিদেশীয় সিরিজ না খেলার সিদ্ধান্তের ঘোষণা দিয়েছে আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

তারা জানিয়েছে, পাকিস্তান তাদের পাকতিকা প্রদেশে বিমান হামলায় চালায়। এতে তিন স্থানীয় ক্রিকেটার নিহত হন। তারা প্রদেশের রাজধানী শারানায় 'ফ্রেন্ডলি' ম্যাচ খেলে বাড়ি ফেরার পথে পাক হামলায় প্রাণ হারান।

আফগান বোর্ড বলেছে, তাদের মৃত্যু আমাদের ক্রীড়া কমিউনিটির জন্য একটি বিশাল ক্ষতি। যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা আসন্ন ত্রিদেশীয় টি-টোয়েন্টি সিরিজ থেকে নিজেদের প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

এদিকে পাকিস্তানের বিপক্ষে পাকিস্তানের মাটিতে এবারই প্রথমবারের মতো খেলত আফগানিস্তান। কিন্তু দুই দেশের সেনাদের সংঘর্ষের কারণে এটি আর হচ্ছে না।

২০২৩ সালের এশিয়া কাপ এবং এ বছরের শুরুতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি খেলতে পাকিস্তানে গিয়েছিল আফগানিস্তান। কিন্তু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের কোনো ম্যাচ ছিল না।

গত দুই সপ্তাহ ধরে পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। এখন পর্যন্ত সীমান্তে সংঘর্ষ ও আফগানিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানের বিমান হামলায় কয়েকশ মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

দুই দেশের সম্পর্ক যখন খারাপ হচ্ছিল তখনই এ ত্রিদেশীয় সিরিজটি আয়োজন করা হয়েছিল। অবশ্য এ নিয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেনি পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড।

টাইব্রেকারে জিতে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবাসরীয় ডার্বির আগেই মোহনবাগানের চারটি ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তারা যুবভারতী স্টেডিয়ামে আইএফএ শিল্ড ফাইনাল বয়কট করবে না। তবে তারা নীরব প্রতিবাদ জানাতে স্টেডিয়ামে কোনও বাদ্যযন্ত্র নিয়ে যাবে না এমনকি কোনও ফেস্টুন টিফোও নয়।

আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে এদিন মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল দুই দলই ডিফেন্সিভ ফুটবলের ওপর জোর দেয় শুরু থেকে। তবে দুই দলই বেশ কয়েকটি সুযোগ পেলেও গোল হয়নি।

৩২ মিনিটে এগিয়ে যেতে পারত মোহনবাগান। ম্যাকলরেনকে বক্সের মধ্যে আনোয়ার ফাউল করলে পেনাল্টি পায় মেরিনার্স। কিন্তু জেসন কামিংস সেই সুযোগ হাতছাড়া করেন। এর চার মিনিটের মধ্যেই এগিয়ে যায় লাল-হলুদ। রশিদের কাছ থেকে বল পেয়ে ফাইনাল থার্ডে বাড়িয়ে দেন মহেশ। এরপর আহাদাদের শট জালে জড়িয়ে যায়। বাগান গোলরক্ষক বিশাল কাইথ শরীর ছুড়ে দিলেও বল বাঁচাতে পারেননি। বাগান ডিফেন্স তখন ছিল নির্বাক দর্শক। তবে প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়েই অবশ্য সমতায় ফেরে গোষ্ঠ পাল সরণির ক্লাব। লিস্টন কোলাসোর পাশ থেকে গোল করে মোহনবাগানকে ম্যাচে ফেরান আপুইয়া। এক এক গোলের সমতাতেই শেষ হয় প্রথমার্ধ।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই হলুদ কার্ড দেখেন আলবার্তো রড্রিগেজ। মাঝমাঠের দখল নিয়ে বল পজেশনেও এগিয়ে যেতে থাকে মোলিনার ছাত্ররা। ৫৪ মিনিটে সুযোগ নষ্ট করেন কামিন্স। লিস্টনের বাড়ানো বলে তিনি শট মারার আগেই ক্লিয়ার করে দেন আনোয়ার। এদিন মোটেও ছন্দে ছিলেন না কামিন্স। ৫৯ মিনিটে কামিন্সকে তুলে নিয়ে রবসন রবিনহোকে নামান বাগান কোচ হোসে মোলিনা।

কিন্তু প্রথমার্ধের প্রথম ১০ মিনিট পর থেকেই শুরু হয়ে যায় টিপিক্যাল ডার্বি। দুই দলই ডিফেন্সিভ হয়ে পড়ে। ৬১ মিনিটে সাহালকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন লালচুংনুঙ্গা। ৬৪ মিনিটে পরিবর্তন আনেন লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। মাঠে নামেন হিরোশি, মিগুয়েল ও জয় গুপ্তা। এদিনই ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে অভিষেক হল জাপানি স্ট্রাইকার হিরোশি ইবুসুকির। নেমেই তিনি সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর হেড তৎপরতার সঙ্গে বাঁচিয়ে দেন বাগান গোলরক্ষক বিশাল। ৭৯ মিনিটে তিনি অবশ্য বল জালে জড়িয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গত কারণেই অফসাইড দেন রেফারি। ৮১ মিনিটে ডিফেন্স সলিড করতে থাপার পরিবর্তে দীপক টাংরিকে নামান বাগান হেডস্যার। ম্যাচের নির্ধারিত সময়ে গোল না হওয়ায় ম্যাচ গড়ায় এক্সট্রা টাইমে।

এক্সট্রা টাইমের শুরুতে অবশেষে মনবীরকে নামালেন মোলিনা। এক্সট্রা টাইমের শুরুতে অবশেষে মনবীর সিংকে নামালেন মোলিনা। ১৪ মিনিটে আপুইয়ার বাড়ানো বল গোলে ঠেলতে পারলেন না ম্যাকলরেন। এক্সট্রা টাইমের প্রথমার্ধেও গোল পেল না কোনও দল। অবশেষ দ্বিতীয়ার্ধে মাঠে নামলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস। এক্সট্রা টাইমেও কোনও গোল হল না, ম্যাচ গড়াল টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারের আগে গোলরক্ষক পরিবর্তন করে ইস্টবেঙ্গল। প্রভুসুখন গিলের পরিবর্তে নামেন দেবজিৎ মজুমদার। পেনাল্টি শুট আউটে প্রথমেই গোল করে ইস্টবেঙ্গলকে এগিয়ে দিলেন মিগুয়েল। মোহনবাগানকে এরপর সমতায় ফেরালেন রবসন। এরপর গোল করতে ভুল করলেন না ইস্টবেঙ্গলের কেভিন। মনবীর গোল করে ফলাফল ২-২ করলেন। পরের শটে গোল করলেন মহেশ। গোল করতে ভুল করলেন না লিস্টনও। জয় গুপ্তার শট বাঁচিয়ে মোহনবাগানকে বাড়তি অক্সিজেন এনে দিলেন বিশাল কাইথ। পরের শটে গোল করে বাগানকে এগিয়ে দিলেন পেত্রাতোস। পরের শটে গোল করে যান হিরোশি। তবে শেষ শটে গোল করে মোহনবাগানকে টাইব্রেকারে জিতিয়ে আইএফএ শিল্ড চ্যাম্পিয়ন করলেন মেহতাব সিং।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR